বাংলা রেডিও, কান খাড়া রাখুন

কর্ণফুলী'র আক্ষেপ

সিডনী'তে বাংলাদেশ কম্যুনিটি রেডিও'র কথা মনে করতে গেলেই আশি'র দশকে চট্টগ্রামে'র বিশিষ্ঠ সংগীত শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার আবদুল্লাহ আল মামুনের কথা প্রথমে মনে আসে। জনাব মামুন বাংলাদেশে থাকাবস্থায় নানাভাবে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও জাতীয় রেডিও মাধ্যম গুলোর সাথে জড়িত ছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী ও সদালাপী শিল্পী আঃ আঃ মামুন বাংলাদেশের একটি সম্ভ্রান্ত, সাংস্কৃতিমনা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। নব্বুই দশকের গোড়ার দিকে স্থায়ীভাবে অষ্ট্রেলিয়াতে চলে আসার পরও এ 'প্রবাসী-মেধা' নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃতি চর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁর একক প্রচেষ্টা ও উদ্যেগে সিডনী'তে ১৯৯৩ এর প্রথমদিকে একঘন্টার একটি বাংলা রেডিও অনুষ্ঠান চালু হয়। তার আগে মরহুম উজ্জল হক ও তাঁর স্ত্রী মহুয়া হক অন্য আরেকটি চ্যানেলে সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি রেডিও অনুষ্ঠান চালিয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারনে পরে তা বন্ধ হয়ে যায় বলে পুরানো বাংলাদেশীরা এখনো তা স্মরন করছেন। জনাব মামুন খাঁটি বাংলায় শুদ্ধউচ্চারন ও শব্দ প্রক্ষেপনের আকর্ষনীয় যাদু দিয়ে প্রায় দেড় বছর এককভাবে এ বাংলা কম্যুনিটি রেডিও চ্যানেলটি চালিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সংসার ও কর্মজীবনে'র উদয়াস্ত ব্যস্ততায় এ সাংস্কৃতিক মাধ্যম থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর তিনি অষ্ট্রেলিয়ার বহুজাতিক রেডিও সংস্থা এস. বি. এস (স্পেশাল ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস) এর বাংলা বিভাগের আমন্ত্রনে শ্রী রথিন মুখার্জীর সাথে সহকারী উপস্থাপক হিসেবে পুনরায় বেতার-সংস্কৃতি জগতে ফিরে আসেন। মূলত তাঁরা দু'জনে প্রতি সোমবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এক ঘন্টার এ অনুষ্ঠানটি চালান। জনাব মামুনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও ভরাট কণ্ঠ যেকোন শ্রোতা'র শ্রুতি-চেতনাকে সহজে আকৃষ্ঠ করবে। তার স্পষ্ঠ বাংলা উচ্চারন ও বাক্য চয়ন শুনে মনেই হবে না তিনি চট্টগ্রামের দক্ষিনাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

আশির দশকের ইয়াং ক্রেজ 'তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে' গানের রচয়িতা আবদুল্লাহ আল মামুন

উপরেল্লেখীত চ্যানেলটি ছাড়া সিডনীতে স্বল্প প্রচারনা-পরিধি নিয়ে আরো কয়েকটি প্রাইভেট রেডিও ষ্টেশন থেকে সাপ্তাহীক এক থেকে দু'ঘন্টার মোট সাতটি বাংলা চ্যানেল এখন চালু আছে। এ সকল রেডিও'র বেশ কয়েকটি চ্যানেলের উপস্থাপকরা যখন মাইক্রোফোনে কথা বলেন তখন মনে হয় তারা মুখে পান-সুপারী পুরেছেন অথবা লজেন্স চুষছেন। তার উপরে মহাসমস্যা হচ্ছে উচ্চারন, সামান্য মনযোগ দিয়ে শুনলেই বুঝা যায় যে ঐ উপস্থাপক বাংলাদেশের কোন জেলা অথবা কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন। এদের কথায় 'পাইপ আর

ফাইভ', 'ভাই আর বাই, 'চাঁদ আর ছাদ' অথবা 'পন্ডিত আর ব্যান্ডিট' এর মধ্যে ব্যবধান বুঝতে ভিরমি খেতে হয়। চিবিয়ে চিবিয়ে ঠোঁট নেড়ে উপস্থাপক কি 'শোয়া শের (বাঘ)' নাকি 'সোয়া সের (ওজন)' বললেন বুঝাই যায়না। একজনতো 'বাংলাদেশ'কে 'বাংলাদ্যাশ' এবং 'বেশ'কে 'ব্যাশ' বলেই দিব্যি মাসকে মাস একটি বাংলা কমিউনিটি রেডিও চালিয়ে যাচ্ছেন এখানে। আরেক রেডিও'র পরিচালক নিজের নামটিকে 'আছাড়' দিয়ে পুরো রেডিও অনুষ্টানটিকে 'জিরু, জিরু' করে ফেলেছেন। ধর্মমাতা সম তার স্বদেশী নেত্রী'র নামটিকে ঠোঁট-কাটা শব্দে আজো 'আছিনা' বলেই চালিয়ে যাচ্ছেন। শুনার কেউ যেমন নেই তেমন বলার ও কেউ নেই এখানে। কারন নিজ পকেটের টাকা খরচ করে ঘন্টা হারে মাইক ভাড়া নিয়ে এরা তথাকথিত রেডিও চালান, কার কি বলার আছে তাতে। দু একজনের বাংলা উচ্চারন, শব্দ প্রক্ষেপন ও সঠিক বাক্য চয়ন এত দরিদ্র যে আমরা বাংলাদেশীরা বাংলা ভাষার জন্যে আন্দোলন করেছি এবং ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি দিয়েছি এ গর্বিত দাবিটি মুখে নিয়ে প্রবাসে অন্যান্য বাঙালীদের সামনে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

যে ক'জন বাংলাদেশী সিডনীতে বাংলা কমিউনিটি'র রেডিও চালান তাদের মধ্যে মাত্র 'এক-হালি' ব্যতিত বাকি কারো বেতার-সাংস্কৃতি'র অভিজ্ঞতা নাই। দেশে থাকাবস্থায় জীবনে কোনদিন এরা রেডিও ভবনের ঠিকানাও জানতো না। কিন্তু সিডনী'তে এসেই রেডিও ঘোষক, উপস্থাপক, সাংবাদিক এবং সংবাদ পাঠক হিসেবে আচানক আর্বিভুত হয়ে পড়ে। কর্ণফুলী থেকে এরকম একজন রেডিও উপস্থাপককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল তিনি ছোট থাকতে রবিবারে সকালে কচিকাঁচার আসরে যোগ দিতে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা ষ্টেশনে কয়েকবার গিয়েছিলেন। এটুকুই তাঁর সারাজীবনের রেডিও অভিজ্ঞতা! ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন স্বাস্থ্য কমানোর জন্যে রোগী নিয়মিত খেলাধুলা করেন কিনা, রোগী উত্তরে বল্লেন হাঁ তিনি নিয়মিত তার স্ত্রী'র সাথে ঘরে বসে 'লুডু' ও 'ক্যারম' খেলা খেলেন। বিষয়টি অনেকটা এরকমই।

'যার কম্ম যা নয় সে তাই কর' নীতিতে সিডনী'র কয়েকটি বাংলাভাষী কমিউনিটি রেডিও এত সুন্দর সংস্কৃতিক ক্ষেত্রটিকে একেবারেই রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে তৎকালীন বাংলাদেশের স্বৈরাচার লেঃজেঃ হোঃমোঃ এরশাদের মতো সর্বময় ক্ষমতার অধিশ্বর হয়ে রেডিও'র প্রতিটি পদ আঁকড়ে থাকতে চায়। একজন সংবাদ পাঠক যে সঠিক উপস্থাপক হবেন অথবা একজন গায়ক যে নায়ক হবেন এমন কোন কথা নয়। কিন্তু এখানের সাপ্তাহিক একদিন ও কয়েক ঘন্টার বাংলা অনুষ্ঠান পরিচালকদের অনেকের এই কান্ড-জ্ঞান এবং লাজ-শরম বলতে গেলে একদম নেই। আর এ সকল রেডিও যখন কোন ব্যক্তির ইন্টারভিউ নেয় তখনতো সাক্ষাৎকার দানকারীর বৃষৎ-স্বর্গ করে ছাড়ে এরা। লক্ষ্য করলে শুনা যায় যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তিনি কি প্রশ্ন করছেন বা করবেন নিজেই জানেনা। যার ফলে সাক্ষাৎকার দানকারী'র উত্তরের চেয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীর প্রশ্নের দৈর্ঘ হয় পাঁচ থেকে ছয় গুনের বেশী।

কিছুদিন আগে কর্ণফুলী'র পক্ষ থেকে এরূপ একটি রেডিও সাক্ষাতকার আদি-অন্ত ধারন করে বার বার টেপ 'রিওয়াইন্ড' করে শুনা গেছে যে সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী'র একটি প্রশ্নের দৈর্ঘ হয়েছে গুনে গুনে একুশ লাইন যার উত্তর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী দিয়েছেন মাত্র আড়াই লাইনে। উক্ত সাক্ষাৎকার শুনে লক্ষ্য করা গেছে যে সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী রেডিও ব্যক্তিত্বটি তার নিরীহ শ্রোতাদের কাছে নিজের জ্ঞানের ব্যাপৃতি জাহির করার জন্যে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী'র চেয়ে বেশী 'বক-বকিয়েছেন'। মুলত এ সকল তথাকথিত সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী সাংবাদিকরা 'ওপেন কোশ্চেন' অথবা 'ক্লোজড্ কোশ্চেন' শব্দ দুটি আদৌ জানে কিনা এ নিয়ে সুশীল শ্রোতা মহলে ব্যাপক সন্দেহ বিরাজ করছে। আর গানের বিবিধ প্রচার করতে গিয়ে একজনের কণ্ঠকে অন্যের সাথে অহরহ তালগোল পাকিয়ে ফেলেন এরা। গানের মূল গীতিকার বা সুরকার কে এটা ভ্রমেও ঘোষক বলে না, কারন তিনি নিজেই জানেন না। শুধুমাত্র তথাকথিত 'রিমিক্স' শিল্পী'র নাম প্রচার করেই 'খালাস'। এতে শ্রোতারা ধাঁধায় পড়ে বাধ্য হয়ে চিৎকার করে ঐ রেডিও উপস্থাপকের নামে খিস্তি খেউড়ে।

শোনা যায় সিডনী'র বহূল প্রচারিত 'রূপসী বাংলা বেতার' এর পরিচালক সৈয়দ রফিকুল হক সাগর সত্তুর দশকের গোড়ার দিকে সিলেট আঞ্চলিক বেতারের একজন তালিকা-ভুক্ত যন্ত্রশিল্পী ছিলেন এবং কয়েকটি রেডিও নাটকে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। 'বাংলাদেশ রেডিও সিডনী'র পরিচালক ও উপস্থাপক সালেহ ইবনে রসুল আশি'র দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বুই অবধি একজন নিয়মিত ঘোষক ও উপস্থাপক হিসেবে চট্টগ্রাম রেডিও'র সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিলেন। নবজাতিকা রেডিও চ্যানেল 'ক্ষণিকা' এর পরিচালক ও উপস্থাপক জিয়া আহমেদ তালিকা-ভুক্ত একজন নাট্যশিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেডিও এর সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়।

অষ্ট্রেলিয়ান এই রেডিও চ্যানেলগুলোর বোর্ড ম্যানেজমেন্ট সদস্যরা সকলেই ইংরেজী-ভাষী বলে রক্ষা। কারন এরা কেউই এক বর্ণ বাংলা বুঝেনা। তাই তাদের কাছ হিন্দী, হিব্রু আর বাংলা সব একই শুনায়। তাদের কাছ থেকে ঘন্টা হারে ভাড়া নিয়ে হাট-বাজারে 'চোঙা' ফুঁকার মতো এসকল তথাকথিত বাংলাদেশী সাংবাদিক ও উপস্থাপকরা রেডিওতে আসলে কি বলছে বা নিজ স্বার্থ হাসিলে ব্যর্থ হয়ে কমিউনিটির কোন ব্যক্তির 'ছাল ছাট্ছেন' তারা তার বিন্দুমাত্র বুঝেনা। এ বিষয়ে শ্রোতাদের পক্ষ থেকেও কেউ নালিশ করেনা অথবা করতে জানেনা। রেডিও চ্যানেলে'র সময় ভাড়া দেয়ার আগে যদি রেডিও বোর্ড ম্যানেজমেন্ট আবেদনকারী থেকে তার রেডিও অভিজ্ঞতা সনদ বা বাংলাদেশের যেকোন রেডিও চ্যানেল থেকে 'অডিশন' দিয়ে উর্ত্তিন হওয়া প্রমানাদি চেয়ে বসতো তাহলে দেখা যেত 'কত ঢোকে - কত জল'। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াতে একটি রেডিও পরিচালনা করেন শুনে বাংলাদেশের নিরীহ বন্ধুটি অনর্থক ইর্ষায় মাথাঘুরে পড়ে যান। চক্ষুচড়ক বন্ধুটি ভাবে, 'বলে কি ছোঁড়া! আজীবন কথা বলতে মুখে যার লালা ঝরতো, ইস্কুলে এসে 'ফিছ্-কুলে' ঘাপটি মেরে বসে থাকতো যে

ছেলে, সে কিনা অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়ে রেডিও চালাচ্ছে! দেশটা ক্যামন হ্যাঁগা, ওখানে মানুষ আছে কি? না সব ক্যঙগারু?'

কমিউনিটি রেডিও গুলো মুলত অষ্ট্রেলিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষী গোত্রের কাছে নাম মাত্র মুল্যে ঘন্টা হারে ভাড়া দেয়া হয়। এধরনের রেডিও ভাড়া নিতে কোন সনদ লাগেনা, শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগেনা। শুধু 'অমুক' কমিউনিটির সদস্য এবং কমিউনিটির শ্রোতাদের আনন্দ (!) দেয়ার জন্যে রেডিওর 'টাইম স্লট' চাই বললেই হলো। যদি সময় থাকে তবে ঐ রেডিও থেকে কমিউনিটি'র দোহাই দিয়ে 'টাইম স্লট' ভাড়া করা কোন ব্যাপারই না।

বাংলাদেশী এ কমিউনিটি রেডিওগুলোর 'কাগজ-কলমে' মুল আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জনহীতকর প্রচারে অষ্ট্রেলিয়ার বহুজাতিক সমাজে অবদান রাখা এবং প্রবাসে নিজস্ব কমিউনিটি'র মধ্যে একতা ও সৌহার্দপুর্ন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্ঠি করা। স্বদেশী রাজনীতিকে হাতিয়ার করে প্রবাসে কমিউনিটি'র মধ্যে অস্থিরতা, অশান্তি বা বিভেদ সৃষ্ঠি করার জন্যে এ রেডিও চ্যানেলগুলো ভাড়া দেয়া হয়না। দুভার্গ্য হলেও সত্যি যে, কয়েকজন বাংলাদেশী রেডিও পরিচালক প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সরাসরি স্বদেশী রাজনীতির 'লেবাসে' পরিচিতি নিয়ে এবং সংগঠনে পদ-পদবী লাভের আশায় তার রেডিওকে যাচ্ছেতাই অপব্যবহার করে যাচ্ছেন। শোনা যায় চারটি বাংলা রেডিও সিডনীতে বহুদিন ধরে নির্লজ্জের মতো বাংলাদেশী দু'টি রাজনৈতীক দলের ধ্বজাধারী হিসেবে মাইক বাজিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে সিডনী'তে অনেকদিন ধরে রেডিও মাধ্যমে স্বদেশে'র অসুস্থ রাজনীতি'র কুৎসিত প্রতিযোগীতা চলছে। অনেক সময় দেখা গেছে কোন কোন রেডিও অসহায় ও নিরীহ কাউকে একহাতে দান করে অন্যদিকে ঐ দানগ্রহীতার হাতে প্রচারের 'চোঙা' ধরিয়ে দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বাহ্-বাহ নিতে মরিয়া হয়ে উঠে। বেচারা দানগ্রহীতা প্রবাসে অসহায় অবস্থায় উপায়ন্তর না দেখে সত্যজিতে'র 'হীরক রাজা'র কয়লাখনি'র শোষীত শ্রমিকের ন্যায়' কম্পিত কন্ঠে মাইক হাতে সামনে লিখে রাখা দাতাদের নাম রেডিওতে সফেন মুখে জপতে জপতে মূর্ছা যায়। কয়েকটি রেডিও তাদের মত-বিরোধী অন্য বাংলা মিডিয়া বা রেডিও সম্পর্কে সাবলীলভাবে উষ্কানীমুলক ও নীতি গর্হিত কথা বলে অষ্ট্রেলিয় প্রবাসী সমাজে অহরহ অশান্তি সৃষ্ঠি করছে বলে প্রচুর অভিযোগ বাতাসে এখন উড়ছে। এর মধ্যে একজনতো এ্যমেরিকার 'স্ট্যচু অব লিবার্টি'র মতো একহাতে 'বংশ-দণ্ড' এবং অন্যহাতে ম্রিয়মান 'চেরাগ' নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আলোকিত' করতে আদা-নুন খেয়ে মিডিয়া সাংস্কৃতিতে আবির্ভুত হয়েছেন। বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হানা-হানি ও কুৎসা রচনা করার দায়ে সিডনীতে একটি বাংলাদেশী রেডিও'র কৃতকর্ম ও প্রচারিত অনুষ্ঠান ইংরেজীতে অনুবাদ করে নিরপেক্ষ বাংলাদেশী শ্রোতাদের কাছ থেকে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করে একটি অভিযোগের প্রস্তুতি সম্প্রতি অতি সন্তর্পনে শুরু হয়েছে বলে একটি বিশেষ মহল আমাদের কর্ণফুলী'কে জানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কারো বিরূদ্ধে ব্যক্তিগত হিংসা ও নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে যদি কোন রেডিও 'টাইম স্লট' মালিক-উপস্থাপক সত্যমিথ্যার মিশ্রনে তার রেডিওতে বিদ্বেষ প্রকাশ করে তবে একজন শ্রোতা এ বিষয়ে তাৎক্ষনীক আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। কমিউনিটি'র ভেতর যদি কোন শ্রোতা আশংকা করেন তার বিরুদ্ধে 'অমুক' চ্যনেলে 'অমুক' দিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 'গীবত' বা বিষদগার হবে তিনি সে মোতাবেক সময়মতো কান-খাড়া রেখে একই সাথে ঐ নির্দিষ্ঠ প্রোগ্রামটি রেকর্ড করে রাখতে পারেন। তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়ান ব্রডকাষ্টিং আইন অনুযায়ী একটি প্রোগ্রাম একটি রেডিও চ্যানেল ম্যানেজমেন্ট ৬ থেকে ৮ সাপ্তাহ পর্যন্ত ধারন করে রাখতে বাধ্য যাতে কোন অভিযোগ এলে কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ ব্যাপারে সামাজিকভাবে আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রথমে উক্ত রেডিও'র ম্যানেজমেন্টের কাছে সুবিচার বা ব্যাখ্যা চেয়ে দরখাস্ত করতে পারেন। তাদের জবাব বা গৃহীত পদক্ষেপে 'ভিকটিম' শ্রোতা যদি তুষ্ঠ না হন তবে তিনি সে রেডিও'র বিরূদ্ধে 'অষ্ট্রেলিয়ান ব্রডকাষ্টিং অথরিটি' (www.aba.gov.au) এর কাছে লিখিতভাবে নালিশ করতে পারেন। আর যে সকল রেডিও চ্যানেল ঐ বিতর্কিত অনুষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখেন সেক্ষেত্রে মানসিকভাবে আহত ব্যক্তি বা গোষ্টি অতি সহজেই এ বিষয়ের একটি 'হিল্লা' করতে পারেন। এ বিষয়ে আমরা কর্ণফুলী'র পক্ষ থেকে গেল হপ্তায় **A.B.A** এর সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং 'কমিউনিটি হারমোনি' ও 'কমিউনিটি নুইসেন্স' বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা নেয়া হয়। অতিসত্তর বাংলাদেশী ক্ষতিগ্রস্থ যেকোন রেডিও শ্রোতার পক্ষে কোন অভিযোগ ইংরেজীতে অনুবাদ ও তৈরী করা বিষয়ে 'সাপ্তাহিক কর্ণফুলী' বিনামুল্যে একটি সেবামূলক সামাজিক পদক্ষেপ নেবে বলে আশা করছে। অভিযোগ অনুবাদ বিষয়ে যে কেউ যোগাযোগ করলে তাকে বিনামুল্যে কর্ণফুলী থেকে সর্বাত্মক সহযোগীতা দেয়া হবে।

বাংলাদেশী বা বাংলাভাষী প্রতিটি রেডিও চ্যানেল সৃজনশীল ও উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজে সৌহার্দ ও বন্ধুত্বপুর্ন পরিবেশ সৃষ্ঠিতে অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করি। একই সাথে নিরীহ ও অসহায় শ্রোতাদের আবেদন করছি তারাও তাদের নাগরিক অধিকারের সচেতনতা নিয়ে 'কান-খাড়া' রেখে এখন থেকে এ সকল কমিউনিটি রেডিও শুনবেন। লক্ষ্য করবেন কোন্ কোন্ রেডিও বাংলাদেশের রাজনৈতীক দলের ধারক বাহক হয়ে এখানে বাংলা রেডিও চ্যানেল চালাচ্ছেন এবং 'কমিউনিটি নুইসেন্স' সৃষ্ঠি করছেন।

কর্ণফুলী, সিডনী

পাদটিকাঃ

আমরা জানি আমাদের অহরহ ও অহেতুক মুদ্রনপ্রমাদ নিয়ে পাঠকরা বড়ই বিরক্ত। আমরা স্বীকার করছি প্রবাসে বাংলা লেখা চর্চার অভাব ও প্রচন্ড ব্যস্তাতা থাকা সত্তে এ লেখাতেও আমাদের বেশ কিছু বানান ভুল রয়ে গেল। সুধী পাঠকরা বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে আমরা কৃতার্থ হবো।